পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা সরযুভিলা মার্কেটের উদ্যোগে গণেশ পুজো হল। এই পুজো ১৫ বৎসরে পদার্পণ করল। নিজস্ব চিত্র

বিজেপি নেতাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর

নিজস্ব সংবাদদাতা, খেজুরি ঃ বুধবার রাতে খেজুরি ২ ব্লকের বিজেপির উত্তর মন্ডলের সভাপতি সুভ্রাংশু মাইতিকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে বেধড়ক পেটানোর অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, তাঁকে বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। এরপর তাঁকে বেধড়ক পেটানো হয়েছে বলে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। এরপর তাঁকে বেধড়ক পেটানো হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় তাঁর হাতে গুরুতর চোট লেগেছে বলে শুভ্রাংশুবাবু জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে খেজুরির বারাতলা অঞ্চলের ১৫৮নং বুথে আম বিজেপি সমর্থিত নির্দল প্রার্থী হিসাবে আম চিহ্নে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। বুধবার বিকালে তাঁর বাড়িতে দলীয় কর্মীদের নিয়ে একটি মিটিং হয়েছিল। তারপরেই সন্ধের দিকে তাঁকে তুলে নিয়ে যায় এলাকারই কয়েকজন দুষ্কৃতী। এঁরা সকলেই শাসকদলের ঘনিষ্ঠ বলে অভিযোগ।

বৃহস্পতিবার গণেশ চতুর্থীতে সারা ভারতবর্ষেই গণপতির আরাধনায় মেতেছেন সকলে। পূর্ব মেদিনীপুরও এর ব্যতিক্রম নয়। কোলাঘাটের বারপারিট ব্যবসায়ী সমিতিও বেশকয়েক বছরের মতো এবছরও গণপতির আরাধনায় মেতেছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই পুজার্চনার মাধ্যমে সূচনা হল পুজোর। এই ব্যবসায়ী সমিতির পুজো উপলক্ষে কয়েকদিন ধরে চলবে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

প্রকাশিত হল 'এ জীবন ক্রিকেট-লিখিত'

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ অভিনব ভাবে প্রকাশিত হল কবিতার বই। মেদিনীপুর শহরের ফেডারেশন হলে আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন হল কবি অভিনন্দন মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'এ জীবন ক্রিকেট-লিখিত'। ক্রিকেট খেলছেন দুই কবি। অংশুমান করের হাতে ব্যাট। বল করছেন অভিনন্দন মুখোপাধ্যায়। এভাবে বই প্রকাশ অনুষ্ঠানের সূচনা বিরল। খড়ের বাঁধন খুলে কলা পাতার মোড়ক থেকে বই বাইরে জনসমক্ষে এনে প্রকাশ করেন কবি অংশুমান কর। কর্পোরেট স্টাইলে কেক কাটা থেকে কবিতা, গান, আলোচনা ঘেরা এই অনুষ্ঠান যেন বাংলার ঐতিহ্য ও গ্লোবালাইজেশনের যুগলবন্দি। অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করে উপস্থিত গুণীজন তথা দর্শকদের মন জয় করেন অচিন্ত্য নন্দী, রামকৃষ্ণ মহাপাত্র, অভিজিৎ দত্ত, সুমন মহান্তি, অর্থিতা মন্ডল, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈকত ঘোষ, বুদ্ধদেব হালদার, তন্ময় মন্ডল, রাজেশ্বরী ষড়ঙ্গী, পিয়াল রায়, সঙ্গীতা সাঁতরা, সুজাতা কয়াল প্রমুখ। শিল্পীদের আত্মহত্যা প্রবণতা শীর্ষক আলোচনায় সবাইকে মোহাবিষ্ট করেন কবি নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়। প্রকাশকের কথা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন বিতান চক্রবর্তী ও কিরীটি রায়। হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীতে সবার মন জয় করেন সুমন্ত সাহা ও মৌমিতা মান্না। কবিতা পাঠ করেন কবি অভিনন্দন মুখোপাধ্যায়ও। অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন আবৃত্তিশিল্পী এবং সঞ্চালিকা বৃষ্টি মুখোপাধ্যায়। এই বই প্রকাশের সুন্দর অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন সঙ্গীত শিল্পী জয়ন্ত সাহা, বাচিক শিল্পী অমিয় পাল, সমাজকর্মী রোশেনারা খাঁন, সঙ্গীত শিল্পী হায়দার আলি, গল্পকার প্রদীপ বর্মণসহ শহরের সংস্কৃতি জগৎ-সহ অন্যান্য ক্ষেত্রের বহু বিশিষ্টজন। অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় খুশি অনুষ্ঠানের আয়োজক কবি অভিনন্দনের বন্ধু সৌমেন শেখর, নিসর্গ নির্যাস মাহাতো, আকাশ রায়, মৃণাল কান্তি মাহাতো, অনিরুদ্ধ ব্যানার্জী-সহ অন্যান্যরা। বর্তমান সময়ের সেরা উদীয়মান কবিদের মধ্য অন্যতম সেরা কবি অভিনন্দন মুখোপাধ্যায়। পেয়েছেন নতুন কৃত্তিবাস থেকে পুরস্কার। কবিতা লেখার পাশাপাশি তিনি ভালো ফুটবল ও ক্রিকেট খেলেন। দেশ, কৃত্তিবাস, নতুন কৃত্তিবাস-সহ একাধিক পত্রিকায় একাধিকবার কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। নিয়মিত লেখেন দৈনিক পত্রিকায়, কাজ করেন স্বাস্থ্য দফতরে। আড্ডা দেন মেদিনীপুরের কফি হাউস নামে খ্যাত জামাইদার চা দোকানে। শখ হিসাবে গান গান আর গিটার বাজান। তৈরি করেছেন নিজেদের ব্যান্ড 'জোয়ার'। অন্যাদিকে তিনি সঞ্চালক। সম্পাদনা করেন সলতেবাড়ি পত্রিকা। ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে বই সিলভার লাইনিং (একক), লাভ ক্যাপিচুনো (যৌথ)। আর এদিন আনুষ্ঠানিক 'হাওয়াকল' প্রকাশনা থেকে প্রকাশ পেল 'এ জীবন ক্রিকেট-লিখিত'।

নারী মুক্তির পথ দেখাচ্ছে পিঙ্ক ক্যাব

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব মেদিনীপুর ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসকের একটি অনন্য প্রকল্পের হাত ধরে নারী শক্তির জাগরণ শুরু হয়েছে। সামনেই মায়ের বোধন। মন্ডপ সজ্জিত হতে শুরু করেছে জেলার কোনায় কোনায়, মাটির আস্তরণে মায়ের মৃন্ময়ীরূপ প্রস্ফুটিত হচ্ছে আর আমাদের জেলার নারী শক্তি হাত পাকছে স্টিয়ারিং-এ। যে হাত এতদিন হেঁসেল ঠেলাতেই অভ্যস্ত ছিল, সেই হাত আজ স্টিয়ারিং-এ ভর দিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। পূর্ব মেদিনীপুর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে পাসের হারে প্রথম। স্বাধীনতা আন্দোলনে আমাদের জেলার মাতঙ্গিনীরাই পথ দেখিয়েছিল দেশের মানুষকে। স্বাধীনতার বীজও বোনা শুরু হয়েছিল তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। আজ আমাদের দুর্গারা নারী মুক্তির অন্য স্বপ্ন দেখাচ্ছে 'পিঙ্ক ক্যাব'-এর হাত ধরে। এই ধরনের প্রয়াসে খুশি সকল জেলাবাসী।

রক্তদানেই স্মৃতি রক্ষা রক্তদাতা ছাত্রের

নিজস্ব সংবাদদাতা, শালবনি ঃ বাঁধাধরা ছকের বাইরে গিয়ে এবারে শিক্ষক দিবস পালিত হল শালবনী ব্লকের মৌপাল দেশপ্রাণ বিদ্যাপীঠে। শিক্ষক দিবসে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের অন্যভাবে সম্মান জানাল তাদের প্রিয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে পাঠদান করে। ঘন্টা দেয়, শৃঙ্খলা রক্ষা করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে। করে অনুষ্ঠান সঞ্চালনার কাজও। এটা প্রতি বছরের রুটিন। এবছর পুরো ছবিটা বদলে দেয় কেরলের ভয়াবহ বন্যা। বাজেট কাটছাট করা হয়। আলাদা তহবিল গড়ে তোলে ছাত্ররা। বিদ্যালয়ের জাতীয় সেবা প্রকল্প নেতৃত্ব দেয়। ছাত্র ও শিক্ষকদের সাহায্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত অর্থ মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে পাঠানো হয়। দ্বিতীয় ঘটনাটি আরও নাড়া দেওয়ার মতো। এবছর মৌপাল এলাকায় ঘটে যায় দুটি দুর্ঘটনা। বিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ও একজন বর্তমান ছাত্র দুটি পৃথক দুর্ঘটনায় বজ্রাঘাতে প্রাণ হারায়। নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে শিক্ষক দিবসে মৌপাল স্কুলে রক্তদান শিবির হয়ে আসছে বেশ কয়েক বছর। ছাত্রছাত্রীরা অকালপ্রয়াত দুই ছাত্রের স্মৃতিতে এবারের রক্তদান শিবির উৎসর্গ করে এবং এক অনন্য নজির গড়ে তোলে। প্রয়াত দুই ছাত্রের একজন বিগত বছরগুলির রক্তদান শিবিরে একজন রক্তদাতা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এজন্য অনুষ্ঠানে আড়ম্বর কিছু কমাতে হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ছাত্রদের এমন উদ্যোগে আনন্দিত ও গর্বিত। প্রধানশিক্ষক ড. প্রসূনকুমার পড়িয়া বলেন, আজকের দিনে মূল্যবোধের যে অভাব সর্বত্র দেখা যাচ্ছে তা আমাদের শিক্ষার্থীদের গ্রাস করতে পারেনি। আমরা এমন শিক্ষাই দিতে চাই। আগামীদিনে আমাদের ছাত্ররা আরও ভালো কাজে এগিয়ে আসুক এই কামনা করি। বিদ্যালয়ের বৃত্তিমূলক শাখা ও জাতীয় প্রকল্প বিভাগকে আলাদাভাবে ধন্যবাদ জানান, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি।

এবিটিএ-র মিছিল, বিক্ষোভ সমাবেশ ও ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ সম্ভাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গণের দাবিতে, জবরদস্তিমূলক বদলির বিরুদ্ধে, আচরণ বিধির নামে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অহেতুক হয়রানির বিরুদ্ধে, শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে, বকেয়া ডিএ অবিলম্বে মেটানোর দাবিতে, অবিলম্বে পে কমিশন লাগু করার দাবি-সহ শিক্ষা সংক্রান্ত মোট ২৪ দফা দাবির ভিত্তিতে বুধবার নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির (এবিটিএ) পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাখার উদ্যোগে মাধ্যমিক জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক অমর কুমার শীলকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনের আগে কর্মচারি ভবন থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীদের একটি বিক্ষোভ মিছিল ক্ষুদিরাম মোড়ে যায়, সেখান থেকে পঞ্চুর চক হয়ে ডিআই অফিসে যায়। সেখানে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সামিল হন জেলার বিভিন্ন প্রান্তের চার শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক বিপদতারণ ঘোষ, ১২ জুলাই কমিটির পক্ষে গঙ্গাধর বর্মণ-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি ব্রজগোপাল পড়িয়া। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রাক্তন তিন জেলা সম্পাদক অপরেশ ভট্টাচার্য, অশোক ঘোষ ও রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, সংগঠনের ঝাড়গ্রাম জেলা সম্পাদক মন্ডলীর দুই সদস্যা পাপিয়া চৌধুরী ও গায়ত্রী ভুঁঞ্যা প্রমুখ। এছাড়াও এদিনের বিক্ষোভ সমাবেশে নেতৃত্ব দেন শক্তিপ্রসাদ মিত্র, সুবীর সিনহা, মৃণালকান্তি নন্দ, সুধাপদ বসু, প্রণব গোস্বামী, শ্রীবাস জানা, সত্যকিঙ্কর হাজরা প্রমুখ শিক্ষক নেতৃত্ব।

বিক্ষোভ সভা চলাকালীন একটি প্রতিনিধিদল ডিআই-এর হাতে দাবি সনদ তুলে দেন। সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, ডিআই দাবিগুলি বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন।

রামনগর ১-এর নতুন বিডিওকে সম্বর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ নতুন বিডিওকে সংবর্ধনা দিল পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। বুধবার পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির দিঘা চক্রের তরফে রামনগর ১-এর নতুন বিডিও আশীষ কুমার রায়কে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। দিঘা চক্রের সহসম্পাদক ফারুক আলি খান বলেন, রামনগর ১-এর বিডিও গত সপ্তাহে কাজে যোগ দিয়ে যেভাবে তিনি উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করছেন, সেজন্য আমরা ওনার কাজের প্রতি মুগ্ধ হয়েই এই সামান্যটুকু উপহার সামগ্রী তুলে দিয়েছি। আমরা খুবই আশাবাদী উনি পুনরায় রামনগর ১ ব্লককে 'ভারত সেরা' ব্লক হিসাবে গড়ে তুলবেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, রামনগর ১ ব্লক সভাপতি শম্পা মহাপাত্র, ব্লকের সহসভাপতি নিতাই চরণ সার, তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা কমিটির সদস্য ও রামনগর ১ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য কৌশিক বারিক, জেলা কমিটির সদস্য শান্তনু কুন্ডু প্রমুখ।

মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ রাজ্যের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দফতরের উদ্যোগে এবং রামনগর ১ পঞ্চায়েত সমিতির সহায়তায় মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হল বুধবার। এদিন রামনগর ১ ব্লকের পানমাঙীতে আয়োজিত শিবিরে রামনগর ১ ব্লক সভাপতি শম্পা মহাপাত্র বলেন, ১২ সেপ্টেম্বর থেকে ৩১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কুড়ি দিন ধরে চলবে শিবির। কীভাবে মাশরুম চাষ করা হবে? তা নিয়ে মূলত উপভোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, রামনগর ১ ব্লকের এলাকায় এই

প্রথমবার মাশরুম চাষ সম্পর্কে গ্রামীণ এলাকার ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির হল। একে বিকল্প জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবানও হওয়া যাবে। উপস্থিত ছিলেন রামনগর ১ ব্লকের সহসভাপতি নিতাই চরণ সার, রামনগর ১-এর বিডিও আশীষ কুমার রায় প্রমুখ।